দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ MAY 1 8 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

74

রাজশাহী অফিস ঃ পিএন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অভিভাবকরা চরম দুর্ভোগের শিকার। তাদের বসার এমনকি দাঁড়াবারও কোন স্থান নেই। মূল ফটকের সামনে টেম্পু ও ঘোড়ারগাড়ী স্ট্যান্ড। ফুটপাত অন্যদের দখলে। তাই রোদে পুড়ে বৃষ্টিতে ভিজে অপেক্ষা করতে হয় অভিভাবকদের
-ইনকিলাব

রাজশাহীর পিএন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অভিভাবকরা দুর্ভোগের শিকার

রাজশাহী অফিস ঃ রাজশাহীর ঐতিহ্যবাহী পিএন উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের অভিভাবকরা রয়েছে চরম বিড়ম্বনায়। প্রায় দেড় হাজার ছাত্রীর অভিভাবকদের সকাল ও বিকেলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয় বিদ্যালয়ের আশপাশে। তাদের বসবার, দাঁড়ানোর মত নূন্যতম ব্যবস্থা পর্যন্ত নেই। সকাল শিফটে মায়েরা তাদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে ঢুকিয়ে দিয়ে ছুটি না হওয়া পর্যন্ত স্কুলের আশপাশে অসহায়ের মত পায়চারী করেন। কখনো কারো বারান্দায়, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে রোদ-বৃষ্টি থেকে নিজেদের বাঁচানোর চেষ্টা করেন। সে স্থানগুলো দখলের চলে প্রতিযোগিতা। বাকীরা বাধ্য হয়ে ঠাঁই নেয় রাজপথে। সেখানেও দাঁড়িয়ে স্বস্তি নেই। বিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনেই টেম্পু, ঘোড়ারগাড়ী স্ট্যান্ড। ফুটপাথও অন্যের দখলে। তারপর রয়েছে রিক্সাজট। এসবের ধাক্কায় অসহায় অভিভাবকরা। তাদের অসুবিধা দেখবার কেউ নেই। বিদ্যালয় ছুটির সময় বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয় মানুষ আর যানজটে। কয়েকজন মা অভিযোগ করে বলেন, আগে বিদ্যালয়ের সামনে তাদের বসার একটু স্থান ছিল সেটিও বন্ধ হয়ে গেছে। এমনকি পূর্বের গেট বন্ধ করার ফলে সমস্যা আরো প্রকট আকার ধারণ করেছে। আগে ছিলাম গলিপথে সেখানে কিছুটা হলেও স্বস্তি ছিল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এখন আমাদের ঠেলে দিয়েছে রাজপথে। মায়েরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, অন্তত আমাদের জন্য বাউন্ডারীর মধ্যে এক পার্শ্বে কর্তৃপক্ষ টিনশেড দিয়ে বসার ব্যবস্থা করতে পারেন। প্রয়োজনে অভিভাবকরা শেড নির্মাণে তাদের সহযোগিতার কথাও বলেন।

এসব নিয়ে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কোন চিন্তা-ভাবনা আছে বলে মনে হয় না। তাদের কথা ছাত্রীদের প্রচণ্ড চাপ নিয়ে আমরা হিমসীম খাচ্ছি। ত্রিশজন বসার উপযোগী ক্লাসে একশ' জন ছাত্রীকে বসতে হয়। ঠাসাঠাসি অবস্থায় লেখাপড়ার কি হাল সহজেই অনুমেয়। সরকারী বিদ্যালয়, অতএব যা কিছু দরকার তা সরকার করবে। এ নীতি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের।